সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩০৬৮

৫০/ কুরআন তাফসীর (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ)

পরিচ্ছেদঃ সূরা আল আন'আম

بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ

আরবী

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ : (لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) ، (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلاَ تُعْجِلِينِي أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى)، (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ) قَالَتْ أَنَا وَاللَّهِ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " . وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ : (قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ يُكْنَى أَبَا عَائِشَةَ وَهُوَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَكَذَا كَانَ اسْمُهُ فِي الدِّيوَانِ .

বাংলা

৩০৬৮. আহমদ ইবন মানী' (রহঃ) ..... মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এখানে কাত হয়ে বসে ছিলাম। তিনি বলেনঃ হে আবূ আয়িশা তিনটি বিষয় এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। যে এই কথা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ

لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত (৬ঃ ১০৩)। তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেখে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে (৪২ঃ ৫১)।

আমি তো ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলাম। এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম হে উম্মুল মু'মিনীন, থামুন, আমাকে সময় দিন, ত্বরা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেননিঃ

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

তিনি তো (রাসূলুল্লাহ) তাঁকে (আল্লাহকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন (২৩ : ৮১)। অন্যত্র ''নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন'' (১৩ : ৫৩)।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমিই প্রথম সে জন যে জন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি বলেছেনঃ তিনি তো ছিলেন জিবরীল (আঃ) কেবলমাত্র এই দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান-জমিনের মাঝের সবটুকু স্থান।

তিনি আরো বলেনঃ আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার কোন গোপন করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন (৫ঃ ৬৭)।

কেউ যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীতে কি হবে তা জানেন তবে সেও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না। (২৭ঃ ৬৫)।

সহীহ, বুখারি ও মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩০৬৮ [আল মাদানী প্রকাশনী]

(আবু ঈসা বলেন) হাদীসটি হাসান-সহীহ। মাসরূক ইবনুল আজদা' (রহঃ) এর কুনিয়াত হল আবূ আয়িশা।

English

Narrated Masruq:
"I was reclining in the presence of 'Aishah when she said: 'O Abu 'Aishah! There are three things, whoever speaks of one of them, then he has uttered one of the worst lies against Allah. Whoever claims that Muhammad saw his Lord. Then he has uttered one the worst lies against Allah, Allah says: No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision, and He is the Most Subtle, Well-Acquainted with all things (6:103). It is not for any human being that Allah should speak to him unless (it be) by revelation or from behind a veil (42:91).' I was reclining so I sat up an said: 'O Mother of the Believers! Take your time with me and do not be hasty with me! Did Allah Most High not say: And indeed he saw him at a second descent (53:13). (And) 'And indeed he saw him in the clear horizon (81:23).' She said 'By Allah! I was the first who asked the Messenger of Allah (ﷺ) about this. He said: "That was only Jibril. I did not see him in the appearance he was created in except for these two times. I saw him descending from the heavens, and due to his tremendous size he filled what was between the heavens and the earth." "And whoever claimed that Muhammad hid anything that Allah revealed to him, then he uttered one of the worst lies against Allah. Allah says: O Messenger! Proclaim what has been sent down to you from your Lord (5:67)." "And whoever claimed that he (ﷺ) knew what would be tomorrow, then he has uttered one of the worst lies against Allah. Allah says: Say: 'None in the heavens and in the earth knows the unseen but Allah (27:65).'"

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ মাসরূক (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=38420

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন